১৯-২০'র বাংলা ছোটগল্প

সম্পাদনা
চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত
ও
সরসিজ সেনগুপ্ত

সোম পাবলিশিং

১৯-২০'র বাংলা ছোটগল্প

সম্পাদনা

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত ।। সরসিজ সেনগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২১

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিক তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-81-953422-7-3

অক্ষর বিন্যাস : রুপম চক্রবর্তী

প্রুফ সংশোধন : নিমাই দে

প্রচ্ছদ : অমিত মণ্ডল

সোম পাবলিশিং-এর পক্ষে ২১, কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
থেকে সর্বাণী কুশারী কর্তৃক প্রকাশিত এবং মা শীতলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১৩, শশীভূষণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।

19-20'r Bangla Choto Galpo

edited by :
Chandramalli Sengupta
Sarasij Sengupta

Published by **SOM PUBLISHING**
21, Kanai Dhar Lane, Kolkata 700 012
Ph - 8697267510 / 9874094834
Email : sompublishing16@gmail.com

বিনিময় : ২২৫ টাকা

সূচিবিন্যাস

বাংলা ছোটগল্পের পরম্পরা

প্রথম প্রস্তাব:

বাংলা ছোটগল্প সূচনা থেকে প্রাক্‌স্বাধীনতা ৩৩

শর্মিলা ঘোষ

দ্বিতীয় প্রস্তাব:

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প ৬৬

সৌমেন দাসঠাকুর

প্রথম পর্ব : ১৯ শতকে জাত লেখকগোষ্ঠীর গল্প

ডমরু-চরিত কথা অমৃতসমান ১০১

মানসী সেনগুপ্ত

রসময়ীর রসিকতা : বিচিত্র রসের জীবনকথা ১২১

মানসী সেনগুপ্ত

'দেবদাসী'—ভক্তির আড়ালে এক সামাজিক ব্যাধির চলমান ছবি ১৪০

সঙ্গীতা ঘোষ

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'জেলফেরত' : বিচারহীন নির্বাসনের কাহিনি ১৪৮

সন্দীপ দে

জগদীশ গুপ্তর 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন'—কিছু ভাবনা, প্রতিক্রিয়া ১৫৮

চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেশচন্দ্র সেনের 'ডোমের চিতা' : জিজীবিষার অনুধ্যান ১৬৭

শুভদীপ সরকার

'কিন্নরদল' : সমাজ-মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে ১৭৪

সাগরিকা ঘোষ

'জামরুলতলা' : নিঃসঙ্গ আত্মমগ্নতার ইতিকথা ১৮০

সোমা পাল চাকী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্তসন্ধ্যা : একটি ইতিহাস-পরিক্রমণ ১৮৫

মহুয়া চক্রবর্তী

বনফুলের 'তাজমহল' ১৯২

নীলাঞ্জনা গুপ্ত

জগদীশ গুপ্তর 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন'—কিছু ভাবনা, প্রতিক্রিয়া

চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)-র 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' গল্পটি ১৩৩৬ (১৯২৯)-এ প্রকাশিত 'রূপের বাহিরে' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। দীনতারণের প্রথম স্ত্রী ক্ষণপ্রভা, তার একটি সন্তানও হয়েছে—'আটমাসের খোকা'। ক্ষণপ্রভা জীবিত, দীনতারণ বাবার আদেশ 'শিরোধার্য' করে মায়ের অনুমতিতে ক্ষণপ্রভার বোন প্রফুল্লকে বিয়ে করে আনল। দীনতারণরা তিনপুরুষেই দু'বার করে বিয়ে করেছে, তবে তার বাবা ঠাকুরদা দু'জনেই বিয়ে করেছিলেন প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর—পুত্রসন্তান সহ জীবিত অবস্থায় নন। তাই হয়তো এই ঘটনাটি দীনতারণের ক্ষেত্রে শুধু একটি বাইরের ঘটনা মাত্র হয়ে থাকল না।

গল্প জুড়ে আগাগোড়া এক অসম্ভব তীব্র তির্যকতা, প্রতি বক্তব্যেই। দীনতারণের শ্বশুরমশাই স্বরূপচন্দ্রর 'স্বর্ণ প্রসবকারী' সম্পত্তির কারণেই তার শ্যালিকাকে বিবাহ—তার বাবা রামতারণের প্রস্তাব অত্যন্ত যথাযথ বোধে গ্রহণ করেছিলেন ক্ষণপ্রভা ও প্রফুল্লর বাবা স্বরূপচন্দ্র। একেবারেই আমল দেননি স্ত্রীর কান্নার, বরং প্রফুল্লর বিয়েতে যে পণ দিতে হবে না সেই লাভের হিসেব সঙ্গে সঙ্গে কষে নিয়েছিলেন। একজনের কাছেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি যাবে, কোনও ভাগ বাটোয়ারা হবে না, তাতেই স্বস্তিবোধ করেছেন। তুচ্ছ কন্যাদায়ে সম্পত্তির ভাগাভাগি তিনি ভাবতেও পারেন না, লেখকের কথায় 'স্বরূপচন্দ্র নিজের কবন্ধ মূর্তি অক্লেশে কল্পনা করিতে পারেন কিন্তু' সম্পত্তি ভাগ কখনওই নয়। সম্পত্তি নিয়ে উভয় পরিবারের অত্যন্ত বিবেচক দুই কর্তার সিদ্ধান্তে 'ক্ষণপ্রভা ও প্রফুল্ল একই স্বামীর সহধর্মিণীর আসন গ্রহণ করিলেন'।

ছোট একটি নিস্পৃহ মন্তব্য লেখকের, 'ক্ষণপ্রভার বয়স উনিশ'—সমাজ বলে দিয়েছে, 'যে মেয়েমানুষ কুড়ি পেরোলেই বুড়ি'—পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো এরকম অনেক মতই প্রতিষ্ঠা করে দেয় সমাজ মানসে, 'ক্ষণপ্রভা ভাবে যে উনিশ সেই কুড়ি'। ক্ষণপ্রভাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় বিশেষ এক আপাত অদৃশ্য উপায়ে, এই নিয়েই তারা বড় হয়ে ওঠে। ক্ষণপ্রভাও বিশ্বাস করে তার যৌবন প্রায় অতিক্রান্ত। গল্পকার বলছেন, 'নারী কিন্তু বেহায়ার মতো একটা অর্থহীন প্রবাদবাক্য সৃষ্টি করিয়া

তাকে গয়নার অর্ধেক ভাগ দিয়ে যাবে, তার জন্য কত কৌশল, নিজেকে ক্রমশ আরও আরও ছোট করতে থাকা।

'মনুষ্যত্বহীন' মানুষের সংসারে সুস্থ স্বাভাবিক অনুভবী মানুষরা নিঃসঙ্গ—তাদের পরিণতি টুকী, মাখন, কিশোরী, ক্ষণপ্রভার মতো। এই মানুষরা বোধ হয় অ-মানুষের পরিচিত পৃথিবীতে 'অনুপস্থিত' মানুষ, তাই তাদের হারিয়ে যেতে হয় জীবনের অন্ধকারে আর এই ধাক্কাটা সবচেয়ে বেশি আছড়ে পড়ে মেয়েদের ওপর কারণ সমাজে তাদের জায়গাটা যে বড্ড নড়বড়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় তাদের চলাফেরা বাঁচামরা শ্বাস নেওয়া সবই অন্যের হাতে। সবল সজোরে সংখ্যাগুরুর অস্তিত্ব নিয়েও সমাজকাঠামোয় তাদের এক বিপরীত অবস্থান নির্ধারিত—এক 'অনুপস্থিত' অবস্থান।

তথ্যসূত্র

১। 'জগদীশ গুপ্ত', 'জগদীশ গুপ্তর গল্প', সম্পাদক সুবীর রায়চৌধুরী, জানুয়ারি ১৯৮৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৮।

২। 'জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া', বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২৮১

৩। 'মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর' জগদীশ গুপ্ত, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অশ্রুকুমার শিকদার, ১৯৮৮, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭২।

৪। 'জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০।

৫। 'মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর' জগদীশ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।

৬। পূর্বোক্ত।

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

দ্র. 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' গল্পের সমস্ত উদ্ধৃতি 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (সম্পাদক সুবীর রায়চৌধুরী, জানুয়ারি ১৯৮৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা থেকে নেওয়া হয়েছে।